5 MAY 2017

মাধ্যমিকের ফল

হাবীবাহ নাসরীন

ইনবক্সে এক ছোট ভাই জানাল, সে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ৪.৩৩ পেয়েছে। তাই তার খুব মন খারাপ। একটি ছেলে পাঁচের ভেতর চার দশমিক তিন তিন নম্বর পেয়েও মন খারাপ করবে কেন!

আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি, কেউ দুই কিংবা তিন বিষয়ে আশির ওপরে নম্বর বা লেটার পেলে মানুষজন তাকে মিষ্টি নিয়ে দেখতে যেত। আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী তাকে নিয়ে গর্ব করত। এই কয়েক বছরেই দেশে মেধাবীর এমন বাম্পার ফলন কী করে হলো!আমার নিজের ছোট ভাই এবার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৪.৮২ পেয়েছে। আটটি বিষয়ে আশির ওপরে নম্বর পেয়েছে। চারটি বিষয়ে শতকরা আশি ভাগ নম্বর পায়নি। তবু আমাদের মন খারাপ কেন? কারণ হলো, অসুস্থ প্রতিযোগিতা। এরপর ভালো কোনো কলেজে ভর্তি হতে গেলে এ-প্লাস পাওয়া ছেলেমেয়েরা আগে সুযোগ পাবে। তারপর এইচএসসিতেও আরও অনেকে এ-প্লাস পাবে। ভালো কথা। এই মেধাবীরাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়ে শতকরা পাঁচ ভাগও পাস করতে পারে না। তবে এই শো অফের এ-প্লাস দিয়ে কী হবে!

যারা এ-প্লাস পাওনি, তারা এইচএসসিতে এ-প্লাস পাওয়ার লক্ষ্য রাখো। এ-প্লাস পাওয়া দোষের কিছু নয়। এ-প্লাস না পাওয়াও দোষের কিছু নয়। দোষ হচ্ছে শিখতে না পারাটা। মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উগড়ে দিলে এ-প্লাস পাওয়া হয়তো সম্ভব; কিন্তু তুমি যে কিছুই শিখতে পারলে না, সে দায় একান্তই তোমার। তাই পড়ো এবং শেখো। ফল এমনিতেই ভালো হবে।

পৃথিবীর বেশিরভাগ সফল মানুষই প্রথমে ব্যর্থ ছিলেন। তার মানে এই নয় যে, সব ব্যর্থ মানুষই জীবনে সফল হয়! দিন শেষে ব্যর্থদের তালিকাটাই ভারী। যারা সফল হন, তারা হাল ছাড়েননি বলেই সফল হন। তাই সফল কিংবা ব্যর্থ হওয়া নয়, লক্ষ্য থাকুক হাল না ছাড়া। হাল ধরে রেখো। সময়ই গন্তব্য ঠিক করে দেবে। শুভ কামনা।

মো. ইয়াসিন রহমান

স্টুডেন্ট লাইফের ১০ বছরের কঠোর সাধনার ফল আসে এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টে। প্রতি বছর লাখের মতো স্টুডেন্ট এ-প্লাস পায়; কিন্তু তার চেয়ে বেশিসংখ্যক পায় না। যাদের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে, তাদেরকে শুনতে হয় বাবা-মার কথা, বন্ধুদের টিটকারি ইত্যাদি। এসব কারণে তারা হতাশ, কেঁদে কেঁদে অনেকে চোখ ফুলিয়েছে, অনেকে সারাদিন রুমের দরজা বন্ধ করে রেখেছে, এমনকি সুইসাইডের ঘটনাও ঘটেছে। এ জন্য কারা দায়ী? এ-প্লাস কি নিজের জীবনের চেয়েও মূল্যবান? আসলে এ-প্লাস জীবনের সবকিছু নয়, সামনে আরও হাজারটা ডিগ্রি পড়ে আছে। বাস্তব শিক্ষা হলো আসল শিক্ষা। ১৬-১৮ বছরের সময়টা ডেঞ্জারাস। এই সময় সামান্য কথায়-তর্কে-শাসনে মাথা গরম হয়ে যায়, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। যার ফলে রাগে-অপমানে অনেকে সুইসাইড করে।সম্মানিত বাবা-মাকে বলছি, আপনার সন্তানের রেজাল্ট খারাপ হলে তাকে বকাঝকা না করে ঠাণ্ডা মাথায় বোঝান, রেজাল্ট খারাপ হলে এমনিতেই মন-মানসিকতা ভালো থাকে না, তার ওপর আপনার বকা শুনে পুরো ব্যাপারটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ধারণ করতে পারে। স্টুডেন্টদের বলছি, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, তোমার বাবা-মা সবসময় তোমার ভালো হবে-- এমন কথায় বলেন। তারা কখনও তোমার খারাপ চাইবে না। বাবার কথা শুনে মন খারাপ হতেই পারে; কিন্তু তাই বলে রাগ করে হিতাহিত জ্ঞান হারালে চলবে না। এ-প্লাস তুচ্ছ একটা জিনিস, এটি কখনোই তোমার জীবনের চেয়ে মূল্যবান না। এ-প্লাস পাওয়া যেমন স্বাভাবিক, রেজাল্ট খারাপ হওয়াটা তেমনি স্বাভাবিক। এর জন্য হতাশ না হয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, যেন সামনে রেজাল্ট ভালো হয়।

মনোয়ার হোসেন

মোবাইল আর ফেসবুকের কারণে ফলে প্রভাব পড়েছে। মোবাইল কোম্পানিগুলো নেট ব্যবহার আর কল ব্যবস্থায় কড়াকড়ি আরোপ করুক। অভিভাবকরা যেন পরীক্ষার্থীদের যথাযথ তদারকি করেন।

কবি রহমান

বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে রাজনীতি ঢুকে জাতির মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিচ্ছে। কী হবে এ-প্লাস দিয়ে, যদি প্রকৃতভাবে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর মানোন্নয়ন না করা যায়!

ওমর ফারুক

সদ্য প্রকাশিত এসএসসি ও সমমানের ২০১৭ সালের কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে ভয়াবহ ফল বিপর্যয়ের প্রধান কারণ–শিক্ষাঙ্গনে অপরাজনীতি প্রবেশ, মাত্রাতিরিক্ত ফেসবুক, ইন্টারনেট আসক্তি, পারিবারিক অসচেতনতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠদানের অনিয়ম, ব্যাপকহারে কোচিং-প্রাইভেট বাণিজ্য ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সমস্যা।